উপসংহারই আজ উপক্রমণিকা

এই বইয়ের ভূমিকা নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই। আমরা ফিরে পড়তে পারি তাঁর লেখা, যা আজও প্রাসঙ্গিক।

ঋত্বিক 'অন দ্যা কালচারাল ফ্রন্ট' থিসিস লিখে ১৯৫৪ সালের জুলাইতে পার্টিতে জমা দেন, আলোচনার জন্য। পার্টিতে আলোচনা হয়নি, তার পরিবর্তে ১৯৫৫ সালের অক্টোবরে ঋত্বিককে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। ওই থিসিসের উপসংহারে ঋত্বিক যা লিখেছিলেন তা আজও প্রাসঙ্গিক। তিনি লিখেছিলেন,

> পূর্বের সাফল্যজনক 'গর্ব' ভুলে যান, ভুলে যান উদ্দীপনা, ভুলে যান বিপ্লবী ভাবাবেগের রোমান্টিক অনুভব— এক কথায়, ১৯৫০ সাল পর্যন্ত যা আমাদের সঙ্গী ও নির্দেশক ছিল। সেদিনের সেই সৌগন্ধ দিয়ে হৃদয়কে ভরিয়ে তুলবেন না। বাস্তবতার সঙ্গে তার কোনও যোগাযোগ নেই আজ।
>
> বাস্তবের সঙ্গে যোগ নেই আর একটি দিকেরও। ১৯৫০ সালের পর থেকে প্রবাহিত হয়েছে যে পর্ব। যার

Scanned with OKEN Scanner

মধ্যে রয়েছে সব কিছু 'হারিয়ে ফেলার' পরিব্যাপ্ত অনুভূতি, কাজ করার 'যৌক্তিকতা' সম্পর্কে বোধের অভাব, 'ত্যাগ' সম্পর্কে ধারণাহীনতা। আছে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে লাভের অনুসন্ধান আর প্রতিনিয়ত শূন্যতা সৃষ্টি।

আসলে অনৈতিকতার গভীর পরিখা সৃষ্টি হচ্ছে কেবলই, বাস্তবতার সঙ্গে তারা কোনও সম্পর্ক রাখে না। আর এইভাবেই সব কিছু গড়িয়ে চলেছে আজ। এর কারণ কী, তা আমাদের বুঝতে হবে, হৃদয় দিয়ে আবেগ-অনুভূতি দিয়ে তাকে অভিজ্ঞতায় নিতে হবে। ইতিহাস সেই পথই বেছে নিয়েছে, এই দেশে।

ইতিহাস প্রতিরোধহীনভাবে এগিয়ে চলেছে। হতে পারে তার গতি আমাদের পছন্দের নয়। আমরা সেক্ষেত্রে কিছুই করতে পারি না। আমরা শুধু সর্বব্যাপী অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারি এবং নিরন্তর সংগ্রামের জন্য নিজেদের তৈরি করতে পারি। বিপ্লব প্রাপ্তমনস্কের কাজ। পরিণত চিন্তা থেকে উদ্ভূত পরিণত কাজই আজ দরকার। এগুলোই আমাদের কর্তব্য। এই কর্তব্য সম্পূর্ণ করতে হবে আমাদের।

তাঁর জন্মশতবর্ষে (১৯২৫—২০২৫) তাঁর লেখা উপসংহারই আজ এই বইয়ের উপক্রমণিকা হয়ে উঠল।

১০ পৌষ ১৪৩১
চন্দননগর

Scanned with OKEN Scanner